যুগান্তর

29/7/2007

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এম মুস্তাফিজুর রহমান

নারী শিক্ষার অপরিহার্যতা

শিক্ষা মানুষকে মানুষ হতে শেখায়। শিক্ষা মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য জীব থেকে আলাদা করে অধিকতর মার্জিত, পরিশীলিত রুচিবোধসম্পন্ন জীবে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে মানুষ হিতাহিত জ্ঞান নিয়ে মায়ের উদর থেকে পৃথিবীতে আসে না। অপরাপর জীবের ন্যায় অবুঝ, অবোধ হয়েই জন্মায়। পরবর্তীতে সে তার মা-বাবা, আত্মীয়স্বজন, সমাজ ও পরিবেশ থেকে বিবিধ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা নিয়ে নিজেকে আলাদা গুণসম্পন্ন সামাজিক জীব হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে। শিক্ষার মাধ্যমে সে সুন্দর-অসুন্দর, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য, ইত্যাকার বিষয়ে পার্থক্য করতে শেখে। এতসব কিছু জেনে যখন সে তা নিজের জীবনে প্রতিফলন ঘটায় তখন হয় সে পূর্ণাঙ্গ মানুষ। প্রাণ থাকলে প্রাণী হওয়া যায় কিন্তু প্রাণ থাকলেই মানুষ হওয়া যায় না। এই প্রাণটাকে মনুষ্যত্ববোধ তথা মানবোচিত গুণাবলীর আকার হিসাবে সাজাতে হবে। তখন হয়ে উঠবে এই প্রাণটা প্রকৃত মানুষের আবাসস্থান। মহাকবি মিল্টন শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাই বলেছেন : 'Education is the harmonious development of body and mind'.

দেহ, মন, আত্মার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশই শিক্ষা। প্রচুর পরিমাণে খেয়ে যদি কেউ হাতির মতো শরীর তৈরি করে তবে তাকে মানুষ বলা যাবে না যতক্ষণ না সে মানবোচিত গুণাবলী অর্জন করে। এই মানবোচিত গুণাবলী অর্জনের উপায় কি? মানুষ যেহেতু এগুলো নিয়ে জন্মায় না তাই তাকে এগুলো শিখতে হয়, অর্জন করতে হয়। অন্যের কাছে শিখে শিখে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করলে চলবে না। আমাদের সমাজের অর্ধাংশ নারী আর অর্ধেক পুরুষ। সমাজের যদি এক শ্রেণীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে বঞ্চিতরা অপূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বেড়ে উঠবে। তাই পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম ও শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করেনি বরং উভয়ের জন্য সমানভাবে ফরজ করেছে ইলম অর্জন করাকে। পবিত্র কোরআনের প্রথম বাণী যা নবীকে শোনানো হয়েছিল তা ছিল : "পড় তোমার সৃষ্টিকর্তা প্রভুর নামে, তিনি মানুষকে আলাক হতে সৃজন করেছেন, পড় তোমার রব অতীব মহান। তিনি মানুষকে দিয়েছেন এক 'অজানা জ্ঞানের সন্ধান'।" (সূরা আলাক : ১-৫)

নবী করীম (সা.) বলেছেন, 'আমি শিক্ষকরূপে আবির্ভূত হয়েছি'। মানবজাতির এই মহান শিক্ষক নারী-পুরুষ সবার মাঝে সমানভাবে আলো বিতরণ করেছেন। সমাজের প্রতিটি নর-নারীর প্রতি জ্ঞান অর্জন করাকে ফরজ করেছেন। তাই কোন জাতি যদি সমাজের উভয় অংশকে শিক্ষিত না করে তোলে তাহলে সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ হয় না।

আমাদের সমাজে অনেকেই নারী শিক্ষার ব্যাপারে অবচেতন। অনেকে মনে করে, মেয়েদের জন্য শিক্ষা নয়। আবার অনেকের ধারণা, মেয়েরা তার বাবা, স্বামী– এদের কাছ থেকে ঘরে বসে শিখবে। কিন্তু আমাদের দেশে প্রত্যেক ঘরেই একজন শিক্ষিত বাবা পাওয়া যাবে না এ কথা সবাই স্বীকার করবে। আর বাবাও যে সব বিষয়ে পুরোপুরি জ্ঞানের অধিকারী হবেন তাও অসম্ভব। শুধু ঘরে বসেই যদি শেখা যেত তাহলে অনেক মহিলা সাহাবী তার স্বামীর কাছে না শিখে কেন নবী করীম (সা.)-এর কাছে, কখনও আয়েশা (রা.)-এর কাছে আসতেন। তাই যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করতে ঘরের বাইরে আসতে হবে এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে প্রয়োজনীয়তার দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষা দেয়া উচিত। একজন পুরুষের কর্মক্ষেত্র সাধারণভাবে ঘরের বাইরে হয় কল-কারখানা, অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। আর একজন নারীর কর্মক্ষেত্র সাধারণত গৃহের অভ্যন্তরেই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে নারীকে তার কর্মক্ষেত্রের উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে। একজন নারীর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব আদর্শ মা হওয়া, আদর্শ গৃহিণী হওয়া। এক্ষেত্রে যদি তাকে এসব জ্ঞানের সঙ্গে কোনরকম সামঞ্জস্য না রেখে মহাকাশ গবেষণায় লিপ্ত রাখা হয় তা বাড়াবাড়ি রকমের অন্যায়ই বলতে হবে।

> অন্যের কাছে শিখে শিখে নিজেকে শিক্ষিত করে তুলতে হয়। এই শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ করলে চলবে না। আমাদের সমাজের অর্ধাংশ নারী আর অর্ধেক পুরুষ।

আমাদের সমাজে হচ্ছেও তাই। একজন আদর্শ মা, আদর্শ গৃহিণী হতে যে গুণাবলী থাকা দরকার তা জানার উপায় সিলেবাসে নেই। সিলেবাসে সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রচিন্তা-ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয় ছেলেমেয়ে সবার জন্য সমানভাবে রাখা হয়েছে। এসব বিষয় বুৎপত্তি অর্জন করার পর যখন কোন মেয়ে মায়ের আসনে বসেন তখন তার অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান কোন কাজে আসে না। তখন বাধ্য হয়ে শিশুকে পাঠাতে হয় ডে-কেয়ার সেন্টারে। আর শিশু বঞ্চিত হয় মায়ের স্নেহ-ভালবাসা ও অকৃত্রিম আদর থেকে। একজন আদর্শ মা একটি আদর্শ সন্তান, আদর্শ জাতি উপহার দিতে পারে। শিশু তার ছোটবেলার শিক্ষার শতকরা ৮৩ ভাগ দেখে দেখে শিখে থাকে। একজন মা-ই সাধারণত সন্তানের পেছনে ছায়ার মতো লেগে থাকেন। সারাক্ষণ জীবনোপযোগী বিষয়ে তালিম দিয়ে থাকেন। এখন মা যদি শিশুকে ভুল শেখান তাহলে ছেলেও ভুল শিখে বিভ্রান্ত হতে বাধ্য। কারণ মানুষের এই সময়কার শিক্ষাটাকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরও উপেক্ষা করতে পারে না। এসব বিবেচনা করেই হয়তো নেপোলিয়ান বলেছিলেন, 'Give me a good mother I will give you a good nation'. তাই চরিত্র গঠন ও সামাজিক জীবনের উপযোগী একটি সুসন্তান প্রতিপালনের মতো জ্ঞান থাকা প্রতিটি নারীর প্রাথমিক অপরিহার্য একটি বিষয়। এতটুকু শিখতে তার যতদূর যাওয়া প্রয়োজন যেতে পারবে। কারণ নবী করীম (সা.)-এর এই হাদিস (যদি জ্ঞান অর্জনের জন্য সুদূর চীন দেশেও যেতে হয় তবে যাও) নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

এসবের বাইরে কোন নারী যদি প্রাথমিক স্তর ছাড়িয়ে অসাধারণ প্রজ্ঞার অধিকারিণী হয় তবে তাকে উচ্চশিক্ষাও গ্রহণ করতে বাধা নেই। তবে সবসময়ই লক্ষ্য রাখতে হবে মেয়েদের জন্য বেঁধে দেয়া নির্দিষ্ট চলার পথ থেকে সরে যাওয়া চলবে না। তাদের নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই তাকে হতে হবে মা আয়েশা (রা.)-এর মতো বিদুষী– তাফসির বিশারদ, হাদিস বিশারদ, ইতিহাস বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি।

দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, আমাদের দেশে মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের পরিবেশ নেই। পুরুষশাসিত সমাজ মেয়েদের দমিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের শিক্ষার সুবিধাদি থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমাদের দেশে যতগুলো সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে, সমানসংখ্যক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় অনুমোদন করা হয়নি। কলেজের ক্ষেত্রেও একই দৃশ্য, আর বিশ্ববিদ্যালয় সমানসংখ্যক দূরে থাক একটি ভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ও আজ অবধি কোন সরকার মেয়েদের জন্য বরাদ্দ দিতে পারেনি। ইডেনকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার প্রস্তাব এসেছিল কলেজের পক্ষ থেকে। কিন্তু কতিপয় বুদ্ধিজীবী নানারকম খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে তা বাস্তবায়িত হতে দেননি।

মেয়েদের জন্য একটি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়া অপরিহার্য। আর তা হলো চিকিৎসা শাস্ত্র। নারীদের স্বাস্থ্যগত অনেক বিষয় রয়েছে যা শুধু একজন নারীর কাছেই খুলে বলা যায়। সেক্ষেত্রে মেয়েদের জন্য স্বতন্ত্র মহিলা মেডিকেল কলেজ, মহিলা মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা অতি জরুরি। মেডিকেলে ছেলেমেয়ে সমানভাবে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে, অনেক মেয়েই ভর্তির সুযোগ পায় না। অথচ একজন সুস্থ মা-ই কেবল পারেন সুস্থ ও পূর্ণাঙ্গ শিশু উপহার দিতে। আর সুস্থতা অর্জনে মাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু এর কোনটিই আমরা পারিনি। সমাজের এক অর্ধাংশকে শিক্ষার সুবাতাস থেকে বঞ্চিত করে আমরা কি পাচ্ছি? পাচ্ছি বিকলাঙ্গ, মেধাহীন, মানসিক ভারসাম্যহীন অপূর্ণাঙ্গ শিশু। যদিও সুস্থ হয়ে জন্মায় তবে বেড়ে ওঠে একজন শিক্ষাবঞ্চিত আদর্শহীন মায়ের ক্রোড়ে। ফলে বড় হয়ে এরা সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনে ব্যর্থ হয়। তাই নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য সমান শিক্ষার সুযোগ দেয়া সময়ের দাবি।